নিরুপাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যদি অচ্যুতে ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অতিশয়রূপে শোভা পায় না—অপরোক্ষ জ্ঞানের সাধক হইতে পারে না। অতএব যে কর্ম্ম সাধন ও সাধ্য উভয়কালেই দুঃখদায়ী, অমঙ্গলস্বরূপ, সেই কর্ম্ম যদি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানে অর্পণ না করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম যে চিত্তশোধন করিতে পারিবে না তাহার আর কথা কি! অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্কামকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে তুচ্ছবুদ্ধিরূপ চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। আর সকাম কর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, সেই কর্ম্ম হইতে যে কোনই ফললাভ হইতে পারে না, তাহার আর কথা কি! ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৮৭ ॥

টীকা চ—ইদানীং জ্ঞানকর্ম্মাদরাদপি ভগবৎকীর্ত্তনাদিষ্বেবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ, নৈষ্কর্ম্ম্যং তৎপ্রকাশকং যজ্‌জ্ঞানং যতো নিরঞ্জনমুপাধিনিবর্ত্তকং তদপ্যচ্যুতভক্তিবর্জিতং চেৎ ন শোভতে নাপরোক্ষপর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থঃ, ইত্যাদিকা। তথা, যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু। অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥ ৮৮ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—

এইক্ষণ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি আদর হইলেও শ্রীভগবৎকীর্ত্তনাদিতেই আদর করা কর্ত্তব্য। ইহাই বলিতেছেন—নৈষ্কর্ম্ম, নিষ্কর্ম্মতারূপ ব্রহ্মপ্রকাশক যে জ্ঞান; যেহেতু এই জ্ঞানটি নিরঞ্জন অবস্থাপ্রাপ্ত অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিনটি উপাধির নিবর্ত্তক। অতএব, এতাদৃশ জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভাবের যোগ্যতা আছে। কিন্তু সেই জ্ঞানও যদি অচ্যুতে ভক্তিশূন্য হয়, তাহলে শোভা পায় না—ইত্যাদি টীকার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। তৎপর আরও একটি শ্লোকেও শ্রীহরিকীর্ত্তনেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইতেছেন—

হে শৌনক! বর্ণ ও আশ্রমসমুচিত আচার এবং তপস্যা ও অধ্যয়নাদি কর্ম্মে যে মহান্ পরিশ্রম, সেইসকল পরিশ্রমে কেবল যশ ও সম্পৎ প্রভৃতিই লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখত্রয় নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হয় না। হরিগুণানুবাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীধরপাদপদ্মযুগলে অবিস্মৃতিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৮৮ ॥

টীকা চ—কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ স যশোযুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলং, ন পরমপুরুষার্থঃ। গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধরপাদ—